কলিকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারপতি**গণ: সুব্রত তলুকদার, কেসাং ডোমা ভুটিয়া, জে. জে।**

সুপর্ণা কানজিলাল চক্রবর্তী - বনাম - সুভেন্দু অধিকারি

2021 সালের এমএটি নং-993,নিষ্পত্তির তারিখ 17/11/2021

লেটার্স পেটেন্ট (কলকাতা), ধারা **.15-- এল.** পি. **এ -- রক্ষণীয়তা --- ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগ করে ফৌজদারি মামলা স্থগিত রাখার জন্য হাইকোর্টের বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ** ---সেই **আদেশের বিরুদ্ধে এল. পি. এ চলনযোগ্য নয়।**

আবেদনকারী, একজন রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্য পরিবর্তনের পাল্টা বিস্ফোরণ হিসাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা নিপীড়ন ও হয়রানির অভিযোগ করেছেন।একক বিচারক আবেদনকারীকে মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য কার্যধারা স্থগিত করার আদেশ জারি করেন। আন্তঃ-আদালত আপিলের চ্যালেঞ্জের অধীনে আবেদনকারীকে প্রদত্ত সুরাহা (রিলিফ) প্রাথমিক প্রকৃতিটি হল ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগের প্রকৃতির।সিবিআই-এর কাছে তদন্ত হস্তান্তরের বিকল্প পরিত্রাণ (রিলিফ) একক বিচারপতির দ্বারা বিষয়বস্তু বিবেচনার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়নি। একক বেঞ্চের আদেশের বিরুদ্ধে আন্তঃ-আদালত আপিল রক্ষণীয় হবে না।

উল্লেখিত মামলাঃ

এআইআর 2021 এসসি 1918:এইআরঅনলাইন 2021 এসসি আই 92

এইআরঅনলাইন 2021 ম্যাড 4541

এইআরঅনলাইন 2020 ক্যাল 500 (ডিস্টিং।)

এ. আই. আর. 2018 ম্যাড 149

এ. আই. আর 2017 এস. সি 1535 (রিল্.অন্)

এ. আই. আর 2014 এস. সি. 187:2013 এ. আই. আর. এসইডব্লু 6386:2014 ক্রি এলজে 470

এ. আই. আর 2013 এসসি 726

এইআরঅনলাইন 2000 এপি 15 (এফবি)

এ. আই. আর 1965 এস. সি 1818

কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ নং (18,19)

অনুচ্ছেদ নং। (17)

অনুচ্ছেদ নং। (10)

অনুচ্ছেদ নং। (12)

অনুচ্ছেদ নং (7,9,10,11,13)

প্যারা নং। (18)

অনুচ্ছেদ নং (10)

অনুচ্ছেদ নং (10)

অনুচ্ছেদ নং। (10)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে দেবাশীষ রায়, জয়দীপ বিশ্বাস, অয়ন ভট্টাচার্য, আর্ণব বসু মল্লিক, অনির্বাণ রায়, রাজা সাহা, শুদ্ধদেব আদাক, আসিফ আহমেদ, আদিত্য রাজু, দেবাশীষ ঘোষ ; প্রতিবাদীগণের পক্ষে বিকাশ সিং, সিদ্ধার্থ লুথরা, পরমজিৎ সিং পাটয়ালিয়া, রাজদীপ মজুমদার, বিল্বদল ভট্টাচার্য, সৌরভ চ্যাটার্জী, কল্লোল মন্ডল, ময়ুখ মুখার্জি, হর্ষিকা ভার্মা, এম. হাসিজা, অনিশ কুমার মুখার্জি, সৌম্য নাগ, **সৌমশ্রী** চ্যাটার্জি, ওয়াই জে দস্তুর, ফিরোজ এডুজি, সম্রাট গোস্বামী।

1. সুব্রত তালুকদার, বিচারপতি। উপরের উল্লিখিত অনুরূপ আপিলগুলি মহামান্য একক বেঞ্চ দ্বারা ডব্লিউপিএ 11803 / 2021 নং রিট পিটিশনে 2021 সালের 6ই সেপ্টেম্বর তারিখের একটি সাধারণ আদেশের বিরুদ্ধে করা হয়েছে।

2. ডব্লিউপিএ 11803/ 2021 নং রিট পিটিশন অর্থাৎ যে রিট পিটিশনে 2021 সালের 6ই সেপ্টেম্বর মহামান্য একক বেঞ্চের দ্বারা একটি সাধারণ আদেশ প্রদান করা হয়েছিল, সেই রিট পিটিশনের আবেদনকারী উক্ত অনুরূপ আপিলগুলির মধ্যে 2021 সালের এমএটি 993 এবং 2021 সালের এমএটি 970 (যথাক্রমে এমএটি-1 এবং এমএটি-2)-এই দুটি অনুরূপ আপিলে প্রতিবাদী নং 1।

রিট আবেদনকারী একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি বর্তমানে রাজ্যের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যশীল।রিট আবেদনকারী মূলত বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অভিযোগ করেন যে, বর্তমানে বিরোধী দলে থাকা দলের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তনের পর রাজ্যের চারটি ভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে কমপক্ষে ছয়টি প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) দায়ের করা হয়েছে।রিট আবেদনকারী তার রাজনৈতিক আনুগত্য পরিবর্তনের পাল্টা ধাক্কা হিসাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা নিপীড়ন ও হয়রানির অভিযোগ করেছেন।

3. রিট পিটিশনে রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া হয়রানিকর ফৌজদারি কার্যধারা থেকে প্রাথমিক সুরক্ষা প্রদাণ এবং বিকল্পভাবে, যেহেতু রিট আবেদনকারী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিরপেক্ষতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, তাই

তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরগুলির তদন্ত কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোতে (সিবিআই) স্থানান্তর করার জন্য প্রার্থণা করা হয়েছে।

4. বিবাদীয় আদেশের মাধ্যমে, মহামান্য একক বেঞ্চ রিট পিটিশনে দাখিল করা এফআইআরগুলির বিশদ বিবরণ অবলোকন করেন এবং রেকর্ড করেন।

বিস্তারিত নথিভুক্ত করার পর, মহামান্য একক বেঞ্চ রিট পিটিশনটিকে রক্ষণীয় বলে মনে করেন এবং প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হন যে রিট পিটিশনে অভিযোগ করা একাধিক এফআইআর-এ রাষ্ট্রযন্ত্র অত্যধিক উদ্যোগ ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেছে।তার প্রাথমিক সন্তুষ্টির কারণগুলি আরও নথিভুক্ত করার পরে মহামান্য একক বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে রিট আবেদনকারী মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় জড়িত হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য ভারতের সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকারের আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য।

5. তদনুসারে, মাননীয় একক একক বেঞ্চ নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন:

"কনটাই থানা মামলা নং- 248/2021 তারিখ 7 জুলাই, 2021 এবং নন্দীগ্রাম থানা মামলা নং110/2021 তারিখ 18 মার্চ, 2021 -এর ক্ষেত্রে কার্যধারা (প্রসিডিংস্) স্থগিত থাকবে।অন্য দুটি থানা মামলার তদন্ত অর্থাৎ মানিকতলা থানা মামলা নং 28/ 2021 28 তারিখ 27শে ফেব্রুয়ারী, 2021 এবং তামলুক থানা মামলা নং 595/2021 তারিখ 19 জুলাই, 2021 এই দুটি মামলায় তদন্ত চলতে পারে তবে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক ('কোয়ারসিভ্) ব্যবস্থা নেওয়া যবে না।আবেদনকারী তদন্তে সহযোগিতা করবেন। পাঁশকুড়া থানা মামলা নং 375 / 2021 এবং 376/2021-ও স্থগিত থাকবে।আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা আরও কোনও এফআইআর সম্পর্কে রাজ্য তথ্য সরবরাহ করবে।আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করার আগে বা এই জাতীয় সমস্ত মামলায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে রাজ্য এই আদালতের অনুমতি গ্রহণ করবে।তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ, যতদূর **সম্ভব,** জনসাধারণের প্রতি আবেদনকারীর দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে, যদি তাকে কোনও বিবৃতি দিতে হয়, তাহলে সেটা তার সুবিধাজনক স্থান থেকে এবং সময়ে বলার সুযোগ তাকে দেবে।বিদ্বান এ্যাডভোকেট জেনারেল উপরোক্ত আদেশের

কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থনা করেছেন। মামলার পুরো তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, স্থগিতাদেশের আবেদন বিবেচনা করা হল এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়।আজকের তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে বিরুদ্ধ হলফনামা (এফিডেভিট্ ইন্ অপজিশন্) দাখিল করা হোক।এর উত্তর, যদি থাকে, তা হলে তা দুই সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে হবে।যুক্তি-প্রদাণ শেষ হওয়ার পর (মামলাটি|) উল্লেখ করার স্বাধীনতা দওয়া হল "।

আপিলগুলির আপিলকর্তারা হল যথাক্রমে একটি এফআইআর (এমএটি 993/2021)-এর প্রথম প্রকৃত অভিযোগকারী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যার প্রতিনিধিত্ব করছে তার প্রসিকিউটিং শাখা (এমএটি 970 /2021) এবং (এমএটি 840 /2021-এমএটি-3) , আন্তঃ-আদালতের আপিলের রক্ষণীয়তা কে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদনকারী/প্রতিবাদী নং 1-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল মিঃ পাটওয়ালিয়া দ্বারা উত্থাপিত 'ডিমারার'- এর (আইনগত আপত্তি) জবাব দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতার অধীনে আসে।

6. তদনুসারে, এই আদালতের কাজে 'ডিমারার'- এর (আইনগত আপত্তি) বিষয়টির এবং সেই সূত্রে আপিলের রক্ষণীয়তা র বিষয়টির সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ।

7. মিঃ পাটওয়ালিয়া ভিত্তিগতভাবে রাম কিষাণ ফৌজি বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং আরেকটি (2017) 5 এস. সি. সি. 833: (এ. আই. আর. 2017 এস. সি. 1535)-এ দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত আইনের উপর নির্ভর করে যুক্তি দেখান যে বর্তমান আপিলের মতো আবেদনগুলি একই আদালতের মধ্যে মহামান্য একক বেঞ্চের আদেশ থেকে মহামান্য বিভাগীয় বেঞ্চের কাছে দায়ের করা যাবে না।

8. প্রধান যুক্তিগুলি নিম্নরূপে সংক্ষিপ্ত করে বলা যেতে পারেঃ

প্রথমত, ফৌজদারি এক্তিয়ার সম্পর্কিত আদেশের সঙ্গে যুক্ত কোনও আন্তঃ-আদালত আপিল হয় না ।

দ্বিতীয়ত, এই ধরনের আন্তঃ-আদালত আপিল নির্দিষ্ট হাইকোর্ট গঠনকারী

লেটার্স পেটেন্ট দ্বারা নিষিদ্ধ।

তৃতীয়ত, ব্যাখ্যাকারী ডঃ রাজীব ধাওয়ান, বিদ্বান বরিষ্ঠ কাউন্সেল, একটি একক যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে বিভাগীয় বেঞ্চের সামনে অনায়ন করা এল. পি. এ চলনযোগ্য ছিল না কারণ বিদ্বান একক বিচারপতি ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগ করেছিলেন।তিনি কিছু কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরতা রেখেছেন যা আমরা আমাদের আলোচনার সময় প্রাসঙ্গিক স্থানে উল্লেখ করব।

9. প্রতিবাদী রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় কুমার ভিসেন, উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে যুক্তি দেখান যে রিট পিটিশনটি একটি দেওয়ানি রিট পিটিশন হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল একটি 'সারটিওরারি' (certiorari) রিট জারি করার উদ্দেশ্যে এবং হাইকোর্টের এক্তিয়ার প্রয়োগ দেওয়ানী প্রকৃতির এবং তাই, প্রয়োগ করা এক্তিয়ার হল দেওয়ানী এক্তিয়ার যা আন্তঃ-আদালত আপিলে হস্তক্ষেপকে আমন্ত্রণ জানায়।

তা ছাড়া, শ্রী ভিসেন দাবি করেন যে বিদ্বান একক বিচারকের ক্ষমতার প্রয়োগ কঠোরভাবে ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে এবং তাই, একটি আন্তঃ-আদালত আবেদন বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।তাঁর পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে, লোকায়ুক্ত একটি আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থা এবং যখন তার নির্দেশে তদন্তের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তখন এটিকে ফৌজদারি এক্তিয়ারের পরিবর্তে দেওয়ানি এক্তিয়ারের আওতায় আসতে হবে।রাজ্যের বিদ্বান কৌঁসুলি লোকায়ুক্তের মর্যাদার উপর জোর দিয়েছেন এবং সেই বিষয়ে বিচারপতি চন্দ্রশেখরাইয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) - বনাম -- জনেকেরে সি. কৃষ্ণ এবং অন্যান্য মামলায় (এ. আই. আর 2013 এস. সি. 726) প্রাধিকারের বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

16.অবিলম্বে এই অস্পষ্টতা পরিষ্কার করতে হবে।এই মুহূর্তে আমরা লোকায়ুক্ত বা উপ-লোকায়ুক্তের পদের প্রকৃতি নিয়ে সত্যিই চিন্তিত নই।উক্ত কর্তৃপক্ষের সুপারিশকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করা হবে এবং তার পদ্ধতি কী হবে

সে বিষয়েও আমরা চিন্তিত নই।এই আদালত যেমন বলেছে, লোকায়ুক্ত বা উপ-লোকায়ুক্ত কেউই তাঁর রিপোর্ট বাস্তবায়নের নির্দেশ দিতে পারে না, তবে এটি তদন্ত করে এবং তদন্তের পরে, যদি দেখা যায় যে কোনও সরকারি কর্মচারী ফৌজদারি অপরাধ করেছে, তবে মামলা শুরু করা যেতে পারে।

17. পূর্বোক্ত মতন আলোচনার পরে, এই মুহূর্তে, লেটার্স পেটেন্টের 10 নং ধারার উল্লেখ (যা পূর্ববর্তী পাঞ্জাব ও লাহোর হাইকোর্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) একেবারেই উপযুক্ত।এটি নিম্নরূপঃ-

"10. আদালতের বিচারকদের কাছ থেকে উচ্চ আদালতে আপিল --- এবং আমরা আরও আদেশ দিচ্ছি যে লাহোরের উক্ত হাইকোর্টে আপিল করা যাবে সেই রায় থেকে(কোনও ডিক্রীর ক্ষেত্রে আপিল এক্তিয়ার প্রয়োগের দ্বারা প্রদত্ত রায় নয়, বা উক্ত হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের সাপেক্ষে কোনও আদালত দ্বারা আপিল এক্তিয়ার প্রয়োগের দ্বারা জারি করা আদেশ নয়, এবং পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে জারি করা আদেশ নয়, এবং ভারত সরকার আইনের (গভর্ণমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া এক্ট) 107 ধারার বিধানের অধীনে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে বা ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে জারি করা সাজা বা আদেশ নয়) যা ভারত সরকার আইনের 108 ধারার বিধানের অধীনে উক্ত হাইকোর্টের একজন বিচারপতি বা কোনও ডিভিশন কোর্টের একজন বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত এবং এখানে পূর্বে যা কিছু বিধান করা হয়েছে তা সত্ত্বেও, আপীলের এক্তিয়ার প্রয়োগের ম্াধ্যমে প্রদত্ত কোনও ডিক্রীর পরিপ্রেক্ষিতে এক হাজার নয়শো ঊনত্রিশ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী বা তার পরবর্তীকালে ভারত সরকার আইনের 108 ধারা অনুসারে উক্ত হাইকোর্টের একজন বিচারপতি বা কোনও ডিভিশন কোর্টের একজন বিচারকের রায় থেকে বা আপীলের এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের ক্ষেত্রে, উক্ত হাইকোর্টের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে যেখানে রায় প্রদানকারী বিচারক ঘোষণা করেন যে মামলাটি আপীলের জন্য উপযুক্ত, সেইক্ষেত্রে উক্ত হাইকোর্টে আপিল করা

যাবে ; কিন্তু উক্ত হাইকোর্টের বা সেই ডিভিশন কোর্টের বিচারকদের অন্যান্য রায় থেকে আপীল করার অধিকার 'আমাদের' বা 'তঁদের' প্রিভি কাউন্সিলে' 'আমাদের', 'আমাদের উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিসিক্তগণের' থাকবে যা এতদপর প্রদত্ত হল।।

18. লেটার্স পেটেন্টের উপরোক্ত ধারার একটি সরল পাঠে, এটি স্পষ্ট যে ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগ করে একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আপিল হয় না।সুতরাং, যে প্রশ্নটি উত্থাপন করা প্রয়োজন তা হল প্রকৃত ম্যাট্রিক্স বিবেচনার ক্ষেত্রে বিদ্বান একক বিচারক ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগ করেছেন কি না।

22. উপরোক্ত প্রাধিকার থেকে দুটি দিক একেবারেই স্পষ্ট।প্রথমতঃ, হাইকোর্টের একক বিচারপতির রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বাদ দেওয়া না হলে, বিভাগীয় বেঞ্চে আপিল করা যবে এবং দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত আইনসভা যদি স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় প্রভাবের দ্বারা আপিলের অধিকার কেড়ে না নেয়, তবে আপিলটি হাইকোর্টের লেটার্স পেটেন্টের 10 ধারার অধীনে একক বিচারকের কাছ থেকে হবে।

26. এই রায়টি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল যতক্ষণ না কোনও উপযুক্ত আইনসভা লেটার্স পেটেন্টের ক্ষমতা কেড়ে নেয়, ততক্ষণ হাইকোর্ট তা প্রয়োগ করতে পারে।যাইহোক, লেটারস পেটেন্টের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, লেটারস পেটেন্টে প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত এক্তিয়ারের প্রকৃতি কী তা দেখা আবশ্যক।এক্তিয়ারের প্রয়োগ অন্তঃআদালত আপিলের জন্য বিধানে অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষের পরিধি এবং সুযোগের মধ্যে থাকতে হবে।

31. পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ দেওয়ানি কার্যধারা এবং ফৌজদারি কার্যধারার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করে।ফৌজদারি কার্যধারার ক্ষেত্রে, এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, ফৌজদারি কার্যধারা সাধারণতঃ এমন একটি বিষয় যা তার উপসংহারে পৌঁছলে তা (1) দণ্ডাদেশ দিতে পরে এবং (2) রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের বিষয়টিকে নিজের পরিধির আওতায় নিতে পারে, আশঙ্কা করা হচ্ছে এমন শান্তি ভঙ্গ রোধ করার আদেশ দিতে পারে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তিদের বেঁধে

রাখার আদেশ আরোপ করতে পারে।আদালত রায় দিয়েছে যে কার্যধারার প্রকৃতি ট্রাইব্যুনালের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না যার উপর ত্রাণ প্রদানের ক্ষমতা ন্যস্ত তবে তা লঙ্ঘিত অধিকারের প্রকৃতির উপর এবং যথাযথ ত্রাণের উপর নির্ভর করে যা দাবি করা যেতে পারে।

41. আমরা এই সিদ্ধান্তগুলি শুধুমাত্র এই বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য উল্লেখ করেছি যে, দেওয়ানি আদালতের আদেশকে কেবল সংবিধানের 227 অনুচ্ছেদের অধীনে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এবং এই ধরনের চ্যালেঞ্জ থেকে কোনও অন্তঃ-আদালত আপিল হবে না এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, এটি নির্ভর করবে অন্যান্য বিষয়গুলির উপর যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

42. এই পর্যায়ে, উপরোক্ত প্রদত্ত রায় থেকে অনুমেয় সিদ্ধান্তগুলি বের করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।সেগুলি হল:_

42.1 একক বিচারপতির রায় থেকে হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চে আপিল করা যবে যদি এটি লেটার্স পেটেন্টের আওতয় এবং পরিসরে অনুমোদিত হয়।

42.2. লেটার্স পেটেন্ট দ্বারা হাইকোর্টকে প্রদত্ত ক্ষমতা যথাযথ আইন প্রণয়ন করে উপযুক্ত আইনসভা দ্বারা বিলুপ্ত বা হ্রাস করা যেতে পারে।

42.3. হাইকোর্টের দেওয়ানি আদালতের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এমন একটি রিট পিটিশনকে, সমস্ত পরিস্থিতিতেই, সংবিধানের 227 অনুচ্ছেদের অধীনে একটি চ্যালেঞ্জ এবং উক্ত অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের নির্ধারণ (ডিটারমিনেশন্) হিসাবে বুঝতে হবে এবং তাই কোনও আন্তঃ-আদালতের আপিল গ্রহণযোগ্য নয়।

42.4. অন্তঃ-আদালতের আপিলের অখণ্ডণীয়তা নির্ভর করবে মামলাটির বিচর যে বেঞ্চ করছে তার উপর যে তিনি কীভাবে বিদ্বাণ একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশকে বোঝেন এবং উপলব্ধি করেন।এর জন্য একটি ধরাবাঁধা সূত্র থাকতে পারে না।

46. বর্তমান বিষয়টির মূল বিষয় হল বিদ্বান একক বিচারক "দেওয়ানি এক্তিয়ার" প্রয়োগ করেছেন নাকি "ফৌজদারি এখতিয়ার" প্রয়োগ করেছেন ।এই প্রসঙ্গে শ্রী ভিসেন কঠোরভাবে দাবি করেছে যে, লোকায়ুক্ত একটি আধা-বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং কার্যধারাটি আধা-বিচার বিভাগীয় প্রকৃতির হওয়ায় এটিকে ফৌজদারি এক্তিয়ারের সাথে সম্পর্কিত হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, তবে এটিকে ভিন্ন ধরনের বা দেওয়ানি কার্যধারার বিভাগ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।তাঁর যুক্তিটি গঙ্গারাম কান্দারাম বনাম সুন্দর চিখা আমিন এবং অন্যান্য মামলয় অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চের সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত হয়ঃ (এ. আই. আর. এনলাইন 2000 এ. পি 15 (এফ. বি)।উক্ত মামলায়, রিট আবেদনকারীর **বিরুদ্ধে এফ্ আই** আর নং 14/97,137/97 এবং 77/97 -তে ভারতীয় দণ্ডবিধির 420 এবং 406 ধারায় অপরাধ নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিবাদীগনের পদক্ষেপটিকে অবৈধ হিসাবে ঘোষণা করার জন্য এবং তা বাতিল করার জন্য একটি ম্যান্ডামাস্ রিট জরি করার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। ।বিদ্বান একক বিচারক 06.08.1997 তারিখের আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেছিলেন এবং এফআইআরগুলি বাতিল করেছিলেন।বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশটি অন্তঃ-আদালত আপিলে 7ম প্রতিবাদী দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ নিম্নলিখিত প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন: -

এই ধরনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আদালতের লেটার্স পেটেন্টের 15 ধারার অধীনে আপিল হয় কিনা।অন্য কথায়, ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও ফৌজদারি মামলার তদন্ত বাতিল করার কার্যধারাটি কি একটি দেওয়ানি কার্যধারা এবং উপরের রায়টি লেটারস পেটেন্টের 15 ধারার অধীনে আপিলের উদ্দেশ্যে আদালতের আদিম এক্তিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রদত্ত দেওয়ানি কার্যধারার রায় কিনা।

56. উপরোক্ত তিনটি হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই নীতিতে স্পষ্টতঃই কোনও মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই যে, লেটারস পেটেন্টের 10 বা 15 ধারার অধীনে কোনও আপিল নিষিদ্ধ করা হলে, কোনও আপিল করা যায় না। অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্ট অবশ্য বলেছে যে যখন কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তখন ফৌজদারি এক্তিয়ারের কোনও প্রয়োগ হয় না।এটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারার অধীনে এফআইআর বাতিল করার প্রক্রিয়াটিকে আলাদা করেছে এবং সেই প্রসঙ্গে মতামত দিয়েছে যে এই ধরনের আদেশ থেকে কোনও আপিল হবে না।অন্যদিকে, গুজরাট ও দিল্লির উচ্চ আদালত ঈশ্বরলাল ভগবানদাসঃ (এ. আই. আর. 1965 এস. সি 1818) (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের ভিত্তিতে, ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার গতি, ফৌজদারি কার্যধারার পরিণতি এবং সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে একক বিচারকের কাছে চাওয়া প্রতিকারের প্রকৃতির উপর জোর দিয়েছে। লেটার্স পেটেন্টের 10 নং ধারায় ব্যবহৃত **'ফৌজদারি এক্তিয়ার' ' -এর** ধারণাকে সংকীর্ণ অর্থে বোঝা যাবে না।এটি এর মধ্যে শুরু এবং পরিণতি অন্তর্ভুক্ত করে। যে ক্ষেত্রটির পরিরেক্ষিতে এক্তিয়ার প্রয়োগ করা হয়, সেটা প্রাসঙ্গিক।এই যুক্তি যে শুধুমাত্র একটি তদন্ত বাতিল করার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে, এতে আন্তঃ-আদালতের আপিলের সুযোগ থাকবে এবং যদি কোনও পিটিশন ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত এক্তিয়ারের অধীনে দায়ের করা হয়, তবে আন্তঃ-আদালতের আপিলের কোনও স্থান থাকবে না, এটি একটি অসঙ্গতিপূর্ণ, অগ্রহণযোগ্য এবং অকল্পনীয় পরিস্থিতি তৈরি করবে।লেটার্স পেটেন্টে থাকা বিধানটি এই ধরনের ব্যাখ্যার অনুমতি দেয় না বা মঞ্জুর করে না।যখন আমাদের কোনও বাধা বা অনুমতি না দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়, তখন আমাদের তা সত্যিকার আক্ষরিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীগত অর্থে উপলব্ধি করতে হয়।এটি বিতর্কের বিষয় বা

কার্যধারার প্রকৃতির ক্ষেত্রে এক্তিয়ার প্রদান করে এবং সেই বিষয়টি হল ফৌজদারি বিষয়ে এক্তিয়ার প্রয়োগ করা।

সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে অতি-বিশেষ এক্তিয়ার প্রয়োগ করে বা ধারা 482 সি আর পি সি- এর অধীনে অন্তর্নিহিত এক্তিয়ার প্রয়োগ করে আদেশটি পাস করা হয়েছে কিনা তার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

61. এই মামলায়, লোকায়ুক্তের সুপারিশ বাতিল করার জন্য সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল।উক্ত সুপারিশটি ফৌজদারি মামলা শুরু করার দিকে পরিচালিত করত এবং প্রকৃত ম্যাট্রিক্স থেকে যেমন প্রকাশিত হচ্ছে যে, এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং ফৌজদারি তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।বিদ্বান একক বিচারক রিপোর্টটি এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সুপারিশ বিশ্লেষণ করেন এবং মনে করেন যে এটি বাতিল করা যেতে পারে এবং এটি বাতিল করার পরে, যেহেতু তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি এটিকে একটি স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।সুতরাং, রিট আবেদনকারীর প্রচেষ্টা ছিল ফৌজদারি তদন্ত এড়ানো এবং রিট আদালতের চূড়ান্ত আদেশ হল এফআইআর নথিভুক্তকরণ এবং পরবর্তী তদন্ত বাতিল করা।এমন পরিস্থিতিতে, সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগ করে বিদ্বান একক বিচারক দেওয়ানি কার্যধারায় একটি আদেশ পাস করেছেন, কারণ যে আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা আধা-বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ লোকায়ুক্তের, এমন সিদ্ধান্তে আসা ধারণাগতভাবে ভুল হবে।কারণ যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল কার্যধারার প্রকৃতি এবং সেটিই হল লিটমাস পরীক্ষা।

62. উপরোক্ত প্রিজম্যাটিক যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, অপ্রতিরোধ্য উপসংহারটি হল যে লেটারস পেটেন্ট আপিল বিভাগীয় বেঞ্চের সামনে চলনযোগ্য ছিল না এবং ফলস্বরূপ, তাতে প্রদত্ত আদেশটি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর এবং সেই অনুযায়ী এটি বাতিল করা হয়।যাইহোক, যেহেতু রাষ্ট্র একটি আইনি ফোরামে

তার অভিযোগ অধ্যবসায়ের সাথে তুলে ধরেছিল এই মনে করে যে তার (ঐ ফোরামের) এটি শোনার এক্তিয়ার আছে, তাই আমরা রাষ্ট্রকে আইন অনুসারে বিদ্বান একক বিচারকের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার স্বাধীনতা প্রদান করছি।

63. ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত হয় এবং বিবাদীয় আদেশটি বাতিল করা হল।

তবে, রাষ্ট্রকে একক বিচারপতির আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার স্বাধীনতা দেওয়া হল।খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না। "

ইন- রেঃ: রাম কিষাণ ফৌজি মামলার মোট 63 অনুচ্ছেদের মধ্যে উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি, এই আদালতের মনে, রিপোর্ট করা কর্তৃপক্ষের দ্বারা পর্যাপ্তভাবে সমর্থিত বিচার বিভাগীয় ট্র্যাফিকের এই সেটকে গাইড করার উপযুক্ত চিহ্ন হিসাবে কাজ করে।মিঃ পাটওয়ালিয়া যুক্তি দেন যে বর্তমান **আপিলগুলির** সাথে জড়িত তথ্যগুলি রেঃ রাম কিষাণ ফৌজি (পূর্বোক্ত) (মামলার) তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।এটি নিবেদন করা হয়েছে যে 2021 সালের 6ই সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশে মাননীয় একক বেঞ্চের যুক্তি এবং আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হবে যে এই আপিলগুলিতে চ্যালেঞ্জের অধীনে রিট আবেদনকারীকে যে স্বস্তি (রিলিফ) দেওয়া হয়েছিল তার প্রাথমিক প্রকৃতি হল ফৌজদারি এক্তিয়ারের প্রয়োগ।লেটারস পেটেন্ট দ্বারা প্রদত্ত এবং রিঃ রাম কিষাণ ফৌজি মামলাতে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, এটা আর পূর্বে বিবেচনা করা হয়নি এমন বিষয় নয় যে ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের অভ্যন্তরে আপিল করা যাবে।

10. এটি নিবেদন করা হয়েছে যে তদন্তটি সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করার আবেদনটি একটি বিকল্প প্রার্থনা, যা এই পর্যায়ে রিট পিটিশনে প্রদত্ত রিলিফের অংশ নয়।মিঃ পাটওয়ালিয়া এরপর এই আদালতের একটি মহামান্য ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে সূক্ষভাবে বিচার করার কথা বলেন যা রেঃ ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ বনাম গোপাল কে. আর. আগরওয়াল,

2019-এর এমএটি 318 সহ 2019-এর এমএটি 353 (2020 এসসিসি অনলাইন কলিকাতা 755: (এ আই আর অনলাইন 2020 ক্যাল 500) -তে **প্রদান করা হয়েছে। 14,15,,16,** 22,23 এবং 28 অনুচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এবং 28 অফ্ এল্ এন্ রেঃ গোপল কুমার আগরওয়াল।

11. **উপরোক্ত** অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপঃ -

"14। আমরা এই দুটি আন্তঃ আদালতের আপিলের রক্ষণীয়তা র বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিদ্বাণ বরিষ্ঠ কৌঁসুলীর পেশ করা বক্তব্যগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি।সংক্ষেপে প্রশ্নটি হল বিদ্বাণ একক বিচারপতি ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগ করে বিবাদীয় আদেশটি প্রদান করেছেন কি না।

15. বর্তমান মামলায়, রিট আবেদনকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল (যিনি 2019-এর এমএটি 318-এ উত্তরদাতা নং 1 এবং এরপরে যকে 'গোপাল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) 2019-এর এমএটি 353-এ আপিলকারীর বিরুদ্ধে (এরপরে যাকে 'মনোজ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।ফৌজদারি তদন্ত শুরু হয়।তদন্ত যেভাবে চলছিল তাতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে গোপাল ভারতীয় সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তকারী সংস্থার পরিবর্তনের জন্য আবেদন জানিয়ে বিদ্বাণ একক বিচারপতির কাছে যান।তাঁর মতে, মনোজকে রক্ষা করার জন্য পক্ষপাতদুষ্টভাবে তদন্ত করা হচ্ছিল যার কারণগুলি তিনি রিট পিটিশনে অভিযোগের মাধ্যমে বলেছেন।বিদ্বাণ একক বিচারপতির অভিমত ছিল যে গোপালের যুক্তিতে সারবত্তা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তিনি সিআইডির জায়গায় ও পরিবর্তে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে সিবিআই-কে প্রতিস্থাপনের নির্দেশ দেন।

16. গোপাল তাঁর রিট আবেদনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিলের জন্য আবেদন করেননি এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি সেটা করবেন না কারণ তিনিই প্রকৃতপক্ষে (ডি-ফ্যাক্টো) অভিযোগকারী।ফৌজদারি মামলা ইতিমধ্যেই শুরু হওয়ার কারণে গোপালও ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার আদেশের জন্য আবেদন করেননি।বিদ্বাণ একক বিচারপতির আদেশ যা আমাদের সামনে বিবাদীয়, তা

কোনও ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার প্রভাব ফেলেনি বা কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল বা সমাপ্তির ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেনি।বিদ্বাণ বিচারপতির অভিমত ছিল যে তদন্তটি যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে না এবং সেই অনুযায়ী তদন্তকারী সংস্থাকে পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের বিবেচিত মতে, এটি বিদ্বাণ একক বিচারপতির দ্বারা ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগের সমতুল্য নয়।

22.রাম কিষাণ ফৌজির (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে বিষয়টি বর্তমান মামলার বিষয়ের থেকে আলাদা।সেই ক্ষেত্রে বিদ্বাণ একক বিচারপতির আদেশের একটি পরিণতি ছিল যা স্পষ্টতই ফৌজদারী প্রকৃতির ছিল।লার্নড সিঙ্গেল জজ মতামত দিয়েছিলেন যে রাম কিষাণ ফৌজির বিরুদ্ধে এফআইআর নিবন্ধনের জন্য লোকায়ুক্তের সুপারিশ বাতিল করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী তিনি তা বাতিল করেন এবং এফআইআর সহ এই সুপারিশ অনুসারে নেওয়া সমস্ত পদক্ষেপও বাতিল করেন। এর ফলে ফৌজদারি কার্যক্রমের অবসান ঘটে।বর্তমান মামলায়, লার্নড সিঙ্গেল জজের বিতর্কিত আদেশের কোনও পরিণতি নেই।বিবাদীয় আদেশটি ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার বা কোনও ফৌজদারি কার্যধারা সমাপ্ত করার কারণ ছিল না।আমাদের দৃষ্টিতে, বিদ্বাণ একক বিচারপতি কেবল রিট আবেদনকারীর (গোপাল) দাবী করা মতন, তার বোনের কথিত অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে একটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনার বিষয়ে তার দেওয়ানি অধিকারকে বহাল রেখেছিলেন।

বিদ্বাণ একক বিচারপতি ফৌজদারি আইনের কোনও বিষয় নির্ধারণ করেননি।বিবাদীয় আদেশটি ফৌজদারি ক্ষেত্রে প্রদাণ করা হয়েছে বলে বলা যায় না।গুজরাট হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ এবং দিল্লি হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতার সাথে আমরা সম্মানের সাথে একমত, যা উপরে উল্লিখিত রাম কিষাণ ফৌজি (পূর্বোক্ত) মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে রাম কিষাণ ফৌজি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় পড়ে আমরা গোপালের (রিট আবেদনকারী) প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবীর এই যুক্তি মেনে নিতে পারি না যে, হাইকোর্ট যদি সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের

অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এমন আদেশ পাস করে যার ফৌজদারি মামলার সাথে দূরবর্তী সংযোগ রয়েছে, তবে আদেশটি অবশ্যই ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগ করে পাস করা হয়েছে বলে বলা উচিত, যদিও আদেশটির নিজের কোনও ফৌজদারি পরিণাম নেই এই অর্থে যে এটি ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার নির্দেশ দেয় না যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য শাস্তিমূলক পরিণতি হতে পারে, বা এটি ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল বা সমাপ্তির নির্দেশ দেয় না যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।আমাদের বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে, রাম কিষাণ ফৌজি (উপরে)-র সিদ্ধান্ত এই আপিলগুলির রক্ষণীয়তা র দিক থেকে রিট আবেদনকারীর মামলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না।

23.এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাম কিষাণ ফৌজি (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায়ের 42 অনুচ্ছেদে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পর্যবেক্ষণ করেছেন যে: "আদালতের অভ্যন্তরে আপিলের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে মামলাটির বিচারকারী বেঞ্চের উপর যে এটি কীভাবে বিদ্বাণ একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশকে বোঝে এবং গ্রহণ করে।এর জন্য কোনও ধরাবাঁধা (স্ট্রেইট জ্যাকেট) সূত্র থাকতে পারে না।আমাদের বিবেচনায়, বর্তমান মামলার তথ্যে, বিদ্বাণ একক বিচারপতি সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে দেওয়ানি এক্তিয়ার প্রয়োগ করছিলেন, ফৌজদারি এক্তিয়ার নয়।

28. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য আমরা মনে করি যে বর্তমান আপিলগুলি চলনযোগ্য এবং 1865 সালের লেটার্স পেটেন্টের 15 ধারা দ্বারা নিষিদ্ধ নয়।

তাই বলা হয়েছে যে, যেহেতু 2021 সালের 6ই সেপ্টেম্বরের আদেশে সিবিআই-এর কাছে তদন্ত হস্তান্তরের বিকল্প আবেদনটি বিবেচনা করা হয়নি, তাই রিট আবেদনকারীকে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর-গুলির ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করে মহামান্য একক বেঞ্চ যে প্রকৃতির

রিলিফ্ প্রদান করেছেন তার প্রকৃতি মহামান্য একক একক বেঞ্চ দ্বারা ফৌজদারি এক্তিয়ার প্রয়োগের প্রকৃতির, (তাই) রেঃ রাম কিষাণ ফৌজির মামলার রায়ের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হবে।

12. মিঃ পাটওয়ালিয়া তাঁর যুক্তিগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য ইন রেঃ কে. এন. পুদুর, 2018 **এস. সি. সি অনলাইন** মাদ্রাজ 13542: (এ. আই. আর 2018 ম্যাড 149), -এর প্রামাণ্যতার উপরও নির্ভর করেন।

13. রেঃ অনুপ মাজি বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ্ ইনভেস্টিগেশন ও অন্যান্য স্পেশাল লিভ টু আপিল (সিআরএল্) নং (গুলি)। 1620-1621/2021 মামলাগুলিতে 22-02-2021 তারিখের সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটিও রেঃ রাম কিষাণ ফৌজিতে বর্ণিত ক্ষেত্র ধারণকারী আইনের সঠিকতা দাবি করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

14. বিপরীতপক্ষে, এমএটি-2 (2021-এর এমএটি 970)-এ আপিলকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা বলেছন যে, মহামান্য একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রিলিফগুলি আবেদন এবং সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি থাকে এমন প্রকৃতির অনেক বাইরে।

এটি নিবেদন করা হয় যে এই আপিলগুলির বিষয়টি ফৌজদারি বা অন্যান্য এক্তিয়ার প্রয়োগের বিষয় নয়, বরং বিষয়টি হল মহামান্য একক বেঞ্চের কোনও এক্তিয়ার নেই যে এটি যেভাবে কাজ করেছে সেভাবে কাজ করে ব্যাপক রিলিফ প্রদান করে।

15. এটি নিবেদন করা হয় যে 2021 সালের এমএটি 970-এর সঙ্গে যুক্ত এফআইআরে রিট আবেদনকারী/প্রতিবাদী নং 1 এর নাম নেই।

অতএব, রিট আবেদনকারী/প্রতিবাদী নং 1 এর আদালতের রিট এক্তিয়ারের সাহায্য প্রার্থনা করতে চাওয়র মতন কোনও আশঙ্কা পোষণ করার প্রশ্নই ওঠে

না।অতএব, স্বতঃসিদ্ধভাবে, একটি শূন্যতার মধ্যে মাননীয় একক বেঞ্চের দ্বারা এক্তিয়ারের অনুপযুক্ত প্রয়োগ রয়েছে।

16. মিঃ লুথরা এই অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে প্রাথমিকভাবে রিট পিটিশনে বর্ণিত ভিত্তিগুলি তদন্তটি সি. বি. আই-কে হস্তান্তর করার সাথে সম্পর্কিত।অতএব, বর্তমান অন্তঃ-আদালত আপিলগুলির ভিত্তি এই পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা উচিত রিট আবেদনকারী/প্রতিবাদী নং-1এর বিরুদ্ধে দায়ের করা ভবিষ্যতের কোনও এফআইআর-এর জন্য মাননীয় একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যাশিত ছাড় হল আবার একটি এক্তিয়ার প্রয়োগ করা, যার জন্ম হয়নি।

17. এটা নিবেদন করা হয় যে, 'রেঃ রাম কিষাণ ফৌজি "-র উপর নির্ভরতা ভুল ধারণা প্রসূত।এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে অতএব 2021 সালের এমএটি 970 চলনযোগ্য। বিদ্বাণ বরিষ্ঠ আইনজীবী তাঁর যুক্তির সমর্থনে প্রামাণিক (রায়) হিসেবে 2021 এস. সি. সি অনলাইন মাদ্রাজ 2367: (এ. আই. আর. অনলাইন 2021 ম্যাড 4541)-এর উপস্থাপনা করেছেন।

18. 2021-এর এমএটি 970 সহ 2021-এর এমএটি 840 মামলায় রাজ্য আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিকাশ সিং রেঃ ললিতা কুমারী বনাম উত্তর প্রদেশ সরকার এবং অন্যান্যরা যা (2014)2 সুপ্রিম কোর্ট 'কেসেস্' 1: (এআইআর 2014 এসসি 187)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং রেঃ নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যরা- যা 2021 এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. 315: (এ. আই. আর. 2021 এস. সি 1918)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এই মমলার (রায়ের) প্রামাণিকতার উপর বিশেষ নির্ভরতা রেখেছেন।

19. **এটা** নিবেদন করা হয়েছে যে রেঃ নীহারিকার 45 এবং 80 অনুচ্ছেদে এই ধরনের ক্ষেত্রে মহামান্য আদালতের হস্তক্ষেপের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে হস্তক্ষেপ কেবল বিরলতম ক্ষেত্রেই ঘটতে

পারে।এটি নিবেদন করা হয়েছে যে, মাননীয় একক বেঞ্চ ভবিষ্যতের অস্তিত্বহীন এফআইআরগুলির জন্য সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত স্বস্তি (রিলিফ) মঞ্জুর করেছেন। এই ধরনের অনুশীলন এই আন্তঃ-আদালতের আপিলগুলিতে বাধা দেওয়া যেতে পারে এবং অবশ্যই হওয়া উচিত, কারণ ভুল ভাবে এক্তিয়ার আছে বলে ধরে নেওয়া আর অনিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা এক্তিয়ার সমান নয়।

20. 2021 সালের এমএটি 993-এ আবেদনকারী/প্রকৃত অভিযোগকারীর পক্ষে যুক্তি দিয়ে, লার্নড কাউন্সেল মিঃ দেবাশিস রায় নিবেদন করেছেন যে, রিট আবেদনকারী 2021 সালের এমএটি 993-এর সাথে সম্পর্কিত এফআইআরে তাঁর নিজ-নামে অভিযুক্ত হওয়ার কোনও মামলা তৈরি করতে অক্ষম হওয়ায় বিরোধীয় আদেশটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তদন্তের ফলাফল অনুমান করা সম্ভব নয়।মাননীয় একক বেঞ্চ অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে রিট আবেদনকারী/প্রতিবাদী নং1 -কে ব্যাপক অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছেন । এই আপিলের বিচার্য এফ. আই. আর-এ রিট আবেদনকারী/প্রতিবাদী নং1- কে মিথ্যা ভাবে জড়নোর বিষয়ে মাননীয় একক বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক উপসংহারটি হল অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের একটি উদাহরণ যা অন্তঃ-আদালত আপিলের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে।

21. মিঃ রায় যুক্তি দেখান যে দাবি করা সুরাহাগুলি এমন প্রকৃতির কিনা যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তঃ-আদালত আপিলকে অচল করে দিতে পারে, তা বিচারকারী আদালতই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিদ্বাণ আনজীবী উল্লেখ করেছেন যে লেটার্স পেটেন্টের আবেদন একতরফাভাবে বিবেচনা করা উচিত নয়, বরং রিট কার্যধারা নির্দেশকারী "আপিলেট সাইড রুলসের" প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত।

22. পক্ষগুলির কথা শুনে এবং উপস্থাপিত উপকরণগুলি বিবেচনা করে, এই আদালত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেঃ_

A) মাননীয় একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত প্রাথমিক 'রিলিফ্"-গুলি ফৌজদারি এখতিয়ার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত;

B) এই পর্যায়ে সিবিআই-এর কাছে তদন্ত হস্তান্তরের বিকল্প স্বস্তি ('রিলিফ্") মাননীয় একক বেঞ্চ দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়নি;

C) রেঃ রাম কিষাণ ফৌজি (মামলার) রয়ের যুক্তি এই মামলার বিষয়ের ক্ষেত্রে যথোচিতভাবে প্রযোজ্য।

D)কলিকাতা হাইকোর্টের লেটার্স পেটেন্ট তাই অন্তঃ-আদালতের আপিল দায়ের করার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে।

E) রেঃ গোপাল কুমার আগরওয়াল (মামলার) রায়ের যুক্তি তদন্ত হস্তান্তরের স্বস্তি ('রিলিফ্") মঞ্জুরের বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং এই ধরনের স্বস্তি ('রিলিফ্") একটি বিকল্প এবং বিরোধীয় আদেশ দ্বারা বিবেচনাধীন নয়, তাই বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির যথাযত নয়।

F) এই আদালত পুনর্বারঃ রাম কিষাণ ফৌজি-তে বর্ণিত আইন অনুসরণ করে, 226 অনুচ্ছেদে অধিক্ষেত্রভুক্ত মহামান্য একক বেঞ্চের গঠনের উপর নয়, বরং মহামান্য একক বেঞ্চের দ্বারা প্রয়োগ এবং এক্তিয়ারের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা এবং ফলাফলের প্রেক্ষাপটে, এই অনুরূপ আন্তঃ-আদালত আপিল-সকল চলনযোগ্য নয় এই (অভিমত) পোষণ করা হল।

পক্ষগণ উপযুক্ত ফোরাম/আদালতে আবেদন করার জন্য স্বাধীন রইলেন।

যোগ্যতার ('মেরিট') উপর সমস্ত পয়েন্ট উপযুক্ত ফোরাম/আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হল।

এম এ টি 993/ 2021 **সহ** আই এ নং সি এ এন্ 1/2021--এর সঙ্গে **এমএটি** 970/2021 সহ আইএ নং সি. এ. এন 1/। 2021--এর সঙ্গে 840/2021 সহ সি. এ. এন 1/2021 সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হল।

তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রাখা এই রায় ও আদেশের সার্ভার কপির ভিত্তিতে পক্ষগুলি কাজ করার অধিকারী হবে।

এই রায়ের জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

23. কেসাং ডোমা ভুটিয়া, বিচারপতি :- আমি সহমত

সেই অনুযায়ী আদেশ (দেওয়া হল)।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.